145665 - তাওরাত ও ইঞ্জিলকে অসম্মান করা জায়েয নেই

প্রশ্ন

আমি জানি কুরআনের কপি ফেলে দেওয়া জায়েয নেই। আমাদেরকে নির্দিষ্টভাবে সেটা পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। কিন্তু আমাদের জন্য কি তাওরাত ও ইঞ্জিল ফেলে দেওয়া হারাম? নাকি আমাদেরকে সেটাও সংরক্ষণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

একজন মুসলিমের উপর আল্লাহর সকল রাসূল এবং অবতীর্ণ সব কিতাবের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন: "রাসূলের কাছে তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছেন, ঈমানদারগণও (ঈমান এনেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলেছে) আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কারো সাথে কারো তারতম্য করি না।"[সূরা বাকারা: ২৮৫]

"মুমিনরা ঈমান রাখে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোনো রব নেই। তারা সকল নবী, রাসূল এবং তাদের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে।"[তাফসীর ইবনে কাসীর (১/৭৩৬)]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আহলে-কিতাবরা তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত করেছে। তারা আল্লাহর বাণী বদলে দিয়েছে। কিন্তু তাদের এই বিকৃতি তাদের সব বইয়ের সর্বাংশ জুড়ে হয়নি। বরং তাদের বইগুলোতে এখনও কিছু সত্য রয়ে গিয়েছে। এ কারণে তাদের বইগুলোকে অসম্মান করা জায়েয হবে না। যেহেতু সেগুলোতে এখনো আল্লাহর কিছু বাণী এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি আছে।

হাইতামী তার 'তুহফাতুল মুহতাজ' বইয়ে (১/১৭৮) বলেন:

"সত্য হলো: এই বইগুলোতে কিছু অপরিবর্তিত বিষয় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যেহেতু উক্ত বিষয়গুলো আমাদের শরীয়ত থেকে জানা বিষয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়।"

খতীব শারবীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“সম্মানতি নয় এমন কছিু দয়িে নাপাকি থকেে পবত্রিতা অর্জন করা জায়যে। ... কাযী তাওরাত ও ইঞ্জলিরে পাতা দয়িে পবত্রিতা অর্জনকে বধৈ বলছেনে। তার কথাটা এ দুই কতিাবরে এমন পাতার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হবে যটোর বকিৃতি সম্পর্কে জানা গছেে এবং যাতে আল্লাহর নাম বা অনুরূপ কছিু না থাকে।”[সংক্ষপেে সমাপ্ত][‘মুগনলি মুহতাজ’ (১/১৬২-১৬৩)]

খরিাশী তার ‘মুখতাসার’ বইয়ে (৮/৬৩) বলনে:

“(সম্মানরে ক্ষত্রেে) আল্লাহ ও নবীদরে নামসমূহ মুসহাফরে মত। কারণ সগেুলোও সম্মানতি।”[সমাপ্ত]

হাত্তাব তার ‘মাওয়াহবিুল জালীল’ বইয়ে (১/২৮৭) বলনে:

“আল্লাহর নামগুলোকে মর্যাদা দওেয়া আবশ্যক। এমনকি যদি এই নামগুলোকে এমন কছিুর ভতেরে লখো হয় যটোকে অসম্মান করা আবশ্যক, যমেন: বকিৃত তাওরাত ও বকিৃত ইঞ্জলি। সক্ষেত্রেে এগুলোকে পুড়য়িে ফলো বা নষ্ট করা জায়যে। কন্িতু এই নামগুলোর মর্যাদার কারণে সগেুলোকে অসম্মান করা জায়যে নয়।”[সমাপ্ত]

দুই:

মুসলমিরে জন্য উক্ত বইগুলোর কোনোটি নজিরে সংগ্রহে রাখা ঠকি নয়। তবে যদি ব্যক্তি আলমে হন এবং এগুলোতে বদ্যিমান বকিৃতি ও মথি্যা উদঘাটন করার জন্য পড়নে, তখন বধৈ হবে।

আহমদ (১৪৭৩৬) বর্ণনা করনে, জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: উমর ইবনুল খাত্তাব একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে আহলে-কতিাবরে কোনো একজন থকেে সংগৃহীত একটি কতিাব নয়িে আসলনে। এরপর তনিি সটো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনালনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললনে: “তোমেরা কি (শরীয়তরে ব্যাপারে) কোনো দ্বধিা-সংশয়ে পড়ছে, হে খাত্তাবরে ছলে!ে যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি শুভ্র ও নর্িমল শরীয়ত নয়িে তোমাদরে কাছে এসছে।ি তোমেরা তাদরেকে কোনো ব্যাপারে জজ্ঞিসে করবে না; কারণ তারা সত্য জানালওে তোমেরা সটোকে অবশ্বিাস করে বসবে। আবার মথি্যা বললওে তোমেরা সটোকে বশ্বিাস করে বসবে। সইে সত্তার শপথ যার হাতে রয়ছেে আমার প্রাণ! যদি মুসাও জীবতি থাকত তার জন্য আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় থাকত না।”[শাইখ আলবানী ‘ইরওয়া’ বইয়ে (৬/৩৪) হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

তাই আমাদরে হাতে আহলে-কতিাবরে কোন বইয়রে কোন কছিু পড়লে সটো সংগ্রহে রাখা জায়যে হবে না। অনুরূপভাবে অসম্মান করে আবর্জনায় নক্ষিপে বা অনুরূপ কছিু করাও জায়যে হবে না। বরং পুড়য়িে ফলোর মাধ্যমে সটো থকেে নষ্কিৃতি পতেে হবে। কারণ অধকিাংশ ক্ষত্রেে সগেুলোতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি থাকে। আবার সখোনে আল্লাহর এমন কছিু বাণী থকেে যতেে পারে যগেুলো আহলে-কতিাবরো বকিৃত করনে।ি

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।